নবীজির ভালোবাসায় নিবেদিত ২৩ জন
নারী সাহাবিদের ঈমান দীপ্ত জীবনকথা

ফী হুব্বিস সাহাবিয়্যাত

ফী হুব্বিস সাহাবিয়্যাত

মূল
আহমাদ সালাহ

অনুদিত
মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

দারুল ফুরকান

ফী হুব্বিস সাহাবিয়্যাত

মূল
আহমাদ সালাহ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

প্রকাশনায়
দারুল ফুরকান
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৬১৩-২৩১৪০০, ০১৮৮৬-৬৪২০৫৯

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রচ্ছদ
আলিফ মাহমুদ

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ৯০০৳ (নয়শত) টাকা মাত্র

ভূমিকা

আমি চিন্তা করি একবিংশ শতাব্দীর কোনো তরুণী কেমন করে অনুভব করবে সেই নারীকে, যিনি ছিলেন হিজরতের প্রথম প্রভাতে?

আমি জানতে চাই!

যদি আমাদের সময় ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিয়াদের সময়ের মাঝে শতাব্দীর ব্যবধান থাকে, তবে কতটা পার্থক্য আছে একবিংশ শতাব্দীর এই ব্যস্ত, প্রযুক্তিনির্ভর, দ্রুতগামী, নিত্যনতুন ও বিপরীতধর্মী চিন্তার ঢেউয়ে দোল খাওয়া তরুণীদের সাথে সেই নারীদের, যাঁরা নবীজি (ﷺ) এর ছায়াতলে, ওহির আলোয়, কঠিন পরীক্ষায়, গোত্র সংঘাতে, এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন?

আমি কল্পনা করি!

'মীরফাত' কীভাবে দেখবে খাদিজা (رضي الله عنها) কে?

'নাদিয়া' কীভাবে অনুভব করবে আয়েশা (رضي الله عنها) এর মহিমাকে?

'সু'আদ' কী ভাববে হাফসা (رضي الله عنها) এর দৃঢ়তা সম্পর্কে?

'সানা' কি জানে যায়নাব (رضي الله عنها) এর ত্যাগের কাহিনি?

‘জুরি’ কি কখনো শুনেছে জুওয়াইরিয়া (رضي الله عنها) এর গল্প?

‘উম্মু মুহাম্মাদ’ কি জানে উম্মু আইমান (رضي الله عنها) এর গৌরব?

আর ফাতিমা? সে কি জানে ফাতিমা (رضي الله عنها) এর অনন্য মর্যাদা?

তুমি কি জানো যে আল্লাহ তোমাদের জন্য এমন মায়েদের নির্ধারণ করেছেন, যাঁরা জন্মদাত্রী না হয়েও তোমাদের প্রকৃত মা?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন সূরা আহযাবের শুরুতে;

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾

“নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা।”[১]

তোমার জন্য এটি কত বড় সম্মান! তুমি কি অনুভব করো? তোমার মায়েরা শুধু তাঁরা নন, যাঁরা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন বরং নবীজি (ﷺ) এর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র সহধর্মিণীরাও তোমার মা!

তুমি কি এর গভীরতা উপলব্ধি করো? তুমি কি বোঝো, আল্লাহ তোমাকে কত মহান মর্যাদায় আসীন করেছেন? তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর স্ত্রীদের তোমার মা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যেন তুমি তাঁদের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারো, তাঁদের জীবন থেকে আলো নিতে পারো, তাঁদের সাহসগাথা হৃদয়ে ধারণ করতে পারো। তাঁদের জীবন হলো তোমার জন্য এক শাশ্বত প্রদীপ, যে আলোয় তুমি খুঁজে পাবে সত্যের পথ।

---

[১] সূরা আহযাব আয়াত : ৬

আর এই মহাসম্মান, এই অসীম ভালোবাসা শুধুমাত্র তোমার জন্য, কারণ তুমি একজন মুসলিম।

তাই অনুভব করো, হৃদয় বিগলিত ভালোবাসায় ডাকো;

“খাদিজা, সাওদা, আয়েশা, হাফসা, যায়নাব, উম্মু সালামা, উম্মু হাবীবা, জুওয়াইরিয়া, মাইমুনা, সাফিয়্যা (রাজিআল্লাহু আনহুন্না) তারা সকলেই আমার মা!”

এই মহিমান্বিত সম্মান কেবল তোমারই প্রাপ্য, তোমার এবং প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর।

এখন তোমার কাছে আমার প্রশ্ন-

তুমি কি তোমার মাকে জানো? যেভাবে একজন কন্যা তার মাকে জানে?

দিনে কতবার তুমি তাঁদের স্মরণ করো? কতবার তাঁদের জীবনি পড়তে গিয়ে সীরাহ ও ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখেছ?

কতবার তাঁদের কোনো জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তোমার ক্লান্ত হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছে? কতবার তাঁদের কোনো কথা তোমাকে হতাশার অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে এনেছে? তাঁদের জীবন থেকে কখনো কি তুমি নিজের পথচলার অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছ?

তোমার সামনে এখন নবুওয়াতের সুবাসে ভরা স্মৃতির ঝাঁপি, এমন ইতিহাস, যা শুধু একবারই রচিত হয়েছিল আর কখনো রচিত হবে না।

তোমার সামনে রয়েছে তোমার সেইসব মায়েদের গল্প, তাঁদের বন্ধুদের কথা, যাঁরা একদিন এই পৃথিবীর বুকে চলেছেন আলোর পথ ধরে, যাঁদের পদচিহ্নে ছড়িয়ে ছিল ঈমানের দীপ্তি, ত্যাগের সৌরভ, ধৈর্যের মহিমা।

তোমার হাতের মুঠোয় আজ এক অমূল্য উপহার মু’মিন নারীদের জননী ও সাহাবিয়াদের জীবনি।

তাঁরা ভালোবাসার আহ্বানে ডাকছেন তোমাকে

এসো, একটু বসো তাঁদের পাশে, তাঁদের কথা শোনো,

তাঁদের থেকে শেখো, তাঁদের আলোয় আলোকিত হও।

একটি সময় ছিল, যে সময়ে বিশ্বাস, বিনয় ও বীরত্ব পাশাপাশি পথ চলত,

একটি সময় ছিল, যে সময়ে নারী মানে ছিল স্নেহময়ী মা, গর্বিত কন্যা, দৃঢ়চিত্ত সহধর্মিণী।

আমরা কি সে সময়কে ফিরিয়ে আনতে পারি না? আমরা কি তাঁদের আদর্শে আমাদের জীবনকে রাঙাতে পারি না?

আহমাদ সালাহ

অনুবাদকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার, যিনি ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন, নবীজির সাহচর্যে একদল শ্রেষ্ঠ মানব ও মানবীকে দান করেছেন, যাঁদের চরিত্র, ঈমান ও আত্মনিবেদন চিরকাল মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অগণিত দরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক, সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, প্রিয় নবীজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যাঁর সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা মহীয়সী সাহাবিয়াগণ আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা, বিস্ময় ও শ্রদ্ধার এক অফুরন্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

এটি নিছক একটি গ্রন্থের অনুবাদ নয়, বরং ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায়ের দর্পণ। "ফী হুব্বিস সাহাবিয়্যাত" মূলত সেইসব মহীয়সী নারীদের কথা, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায়, দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে, নিজেদের জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তান-পরিজন সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের অঙ্গীকার, তাঁদের সাহস ও বিশ্বাস এসবই যেন হৃদয়ের গভীরে আলোড়ন তোলে, চোখে এনে দেয় বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অশ্রু।

মূল আরবি গ্রন্থটির সৌন্দর্য, প্রাঞ্জলতা ও আবেগকে যথাযথভাবে ধরে রাখার প্রয়াস নিয়েই এর বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। আমি চেষ্টা করেছি, যেন প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনা, প্রতিটি বাক্যের আবেগ পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে যায়, যেন এই

মহীয়সী নারীদের জীবন আলোকবর্তিকা হয়ে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। এই অনুবাদ শুধু তথ্যগত নয়, বরং তা যেন পাঠকের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে, দ্বীনের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই গ্রন্থে কেবল সাহাবিয়াগণের জীবনচরিত বর্ণিত হয়নি, বরং তাঁদের জীবন থেকে আমাদের কী শেখার আছে, কীভাবে তাঁদের আত্মনিবেদন, ত্যাগ ও ঈমান আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হতে পারে তা নিয়ে বিশ্লেষণও করা হয়েছে। তাঁদের সংগ্রাম কেবল অতীতের কোনো গল্প নয়, বরং তা আমাদের জন্য এক বাস্তব শিক্ষা, যা আমাদের বর্তমান জীবনে দিকনির্দেশনা দিতে পারে। তাঁদের দৃঢ় সংকল্প, অটল বিশ্বাস ও অনুকরণীয় চরিত্র আমাদের জন্য পথের আলো হয়ে থাকবে।

এই গ্রন্থটি শুধু ইতিহাসের কোনো নিঃসঙ্গ অধ্যায় নয়, বরং এটি ঈমানদীপ্ত জীবনযাপনের এক অনন্য নির্দেশনা। আজকের যুগে, যখন আদর্শ ও আত্মনিবেদনের চেতনা ধূসর হয়ে যাচ্ছে, তখন এই মহীয়সী সাহাবিয়াগণের জীবনাদর্শ আমাদের জন্য এক শক্তিশালী প্রেরণা হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমাদের হৃদয়ে সাহাবিয়াদের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা সৃষ্টি করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের পথ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।

আখিরাতে জান্নাতে তাঁদের সঙ্গ লাভের আশায়।

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
১৪/০৩/২০২৫ইং

প্রকাশকের কথা

নারী, একটি জাতির শিক্ষালয়।

আর সেই নারীরাই যদি হন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহচর্যপ্রাপ্ত, ওহির ছায়াতলে বেড়ে ওঠা, ঈমান ও ত্যাগের অনুপম প্রতীক,তাহলে তাঁদের জীবনী আমাদের জন্য কতটা শিক্ষণীয় হতে পারে, তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে "ফী হুব্বিস সাহাবিয়্যাত" গ্রন্থটি "দারুল ফুরকান" থেকে প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত ও সম্মানিত। এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেই সমস্ত মহীয়সী সাহাবিয়াদের গল্প, যাঁরা রাসূল (ﷺ) এর ভালোবাসায় নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। যাঁদের প্রত্যেকের গল্প হৃদয়কে আলোড়িত করে, ঈমানকে উজ্জীবিত করে, আর পথচলার প্রেরণা জোগায়।

লেখক তাঁর মর্মস্পর্শী লেখনীর মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর নারীদের হৃদয়ে সাহাবিয়াদের প্রতি ভালোবাসা সঞ্চারের অপূর্ব প্রয়াস চালিয়েছেন। কেবল ইতিহাসের পাতা নয়,এই গ্রন্থ পাঠকের হৃদয়ে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এই বই শুধু একটি জীবনীগ্রন্থ নয়; বরং এটি একটি আয়না, যেখানে কিশোরী-মেয়েরা তাঁদের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাবে। একটি আলো, যা অন্ধকার যুগে দিশারীর কাজ করবে। একটি আহ্বান, যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুমিন হৃদয়কে সাহাবিয়াদের জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

সূচিপত্র

খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ ﵂ (সংগ্রামী রাজকন্যা) ----------১৭

সাওদা বিনতু যামআহ ﵂ (মুমিনদের মায়েদের একজন)----------৬২

আয়েশা ﵂ (নিষ্পাপ রমণী) ---------- ৮২

হাফসা বিনতু ওমর ﵂ (কুরআনের রক্ষক)----------১৫০

যায়নাব বিনতে খুজাইমা ﵂ (মিসকিনদের মা) ----------১৮৪

উম্মু সালামা ﵂ (প্রজ্ঞাবান নারী) ---------- ১৯২

যায়নাব বিনতু জাহাশ ﵂ (দাতা ও দানশীলা)---------- ২২২

জুওয়াইরিয়া বিনতু হারিস ﵂ (অবিচল আনুগত্য)----------২৩৫

সাফিয়্যা বিনতু হুয়াই ﵂ (একটি স্বপ্ন)---------- ২৪৬

রমলা বিনতু আবু সুফিয়ান (উম্মু হাবিবা) ﵂ ---------- ২৬৫

মারিয়া বিনতে শামউন ﵂ (মিশরের এক দাসী) ---------- ২৮১

মাইমুনা বিনতু হারিস ﵂ (মু'মিন নারীদের বোন) ---------- ২৯৬

নুসাইবা বিনতু কা'ব ﵂ (বিরল বীরত্ব) ---------- ৩০৭

আসমা বিনতু আবু বকর ﵂ (সংগ্রামের দীপশিখা) ---------- ৩২৪

উম্মু আয়মান ﵂ (জান্নাতী রমনী!) ---------- ৩৪৭

উম্মু কুলসুম বিনতু মুহাম্মাদ ﵂ (ধৈর্যের প্রতীক)---------- ৩৬২

হালিমা বিনতু আবি যুয়াইব ﵂ (সৌভাগ্যশীলা) ---------- ৩৭১

রুকাইয়া বিনতু মুহাম্মাদ ﵂ (আল্লাহর পথে হিজরতকারিনী) --------৩৮৭

যায়নাব বিনতু মুহাম্মাদ ﵂ (অতুলনীয় বিশ্বস্ততা) ----------৪০০

ফাতিমা বিনতু খাত্তাব ﵂ (জান্নাতের মূল্যবান বিনিময়)---------- ৪২৩

উম্মু কুলসুম বিনতু উকবা ﵂ আল-মুমতাহিনা (পরীক্ষিত নারী) ------ ৪৩৯

উরওয়া বিনতু আব্দুল মুত্তালিব ﵂ (কবিত্রী)---------- ৪৫২

ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ ﵂ উম্মু আবিহা (বাবার মা) ---------- ৪৫৯

তিনি ছিলেন এক দূরদর্শী ও অসাধারণ দক্ষ ব্যবসায়িনী, যার প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বগুণ তৎকালীন সমাজের বহু সফল পুরুষকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিপুল সম্পদ কেবল তার কাছে একটি সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি তার সততা, মেধা ও শ্রম দিয়ে সেই সুযোগকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন।

এর আগে তিনি প্রথমে আবু হালা, এরপর আতিক নামে দুই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যাদের কাছ থেকে কিছু সম্পদ লাভ করলেও, তার প্রকৃত সমৃদ্ধি ছিল তার নিজের কঠোর পরিশ্রম ও সততার ফল।

তার অসাধারণ ব্যবসায়িক দক্ষতা এমন উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, কোনো কোনো বছর তার সম্পদের পরিমাণ সমগ্র কুরাইশ জাতির ব্যবসার সমান হয়ে যেত! তিনি ছিলেন ঐ সময়ের নারীদের জন্য এক আলোকবর্তিকা, যিনি প্রমাণ করেছিলেন যে দৃঢ়সংকল্প, আত্মবিশ্বাস ও সততা একজন মানুষকে কতটা উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে।

সমগ্র কুরাইশ জাতি খাদিজা (رضي الله عنها) এর প্রতি শুধু শ্রদ্ধাভরে তাকাত না, বরং তার ব্যক্তিত্বে ছিল এক গভীর মুগ্ধতা ও বিস্ময়ের ছাপ। আর তা হবেই বা না কেন? তিনি ছিলেন রূপে-মাধুর্যে অনন্য, উচ্চ বংশের কন্যা, এবং সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের গর্ব।

তার পিতা খুয়াইলিদ ছিলেন এক অসীম সাহসী পুরুষ, যার বীরত্বের কাহিনি সমগ্র মক্কা জানত। তিনি একসময় কাবাকে রক্ষা করেছিলেন এক ইয়ামেনি ব্যক্তির হাত থেকে, যে ব্যক্তি চেয়েছিল হাজার আসওয়াদ (কালো পাথর) নিজের দেশে নিয়ে যেতে।

তার মাতা ছিলেন ফাতিমা বিনতু যায়েদা বিনতুল আসাম, এবং তার ভাই হাকিম ইবনু হিজাম,[২] যিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী।

তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের গৌরব, খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ ইবনু আসাদ ইবনু আবদুল উজ্জা ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররাহ ইবনু কা'ব ইবনু লুয়াই ইবনু গালিব এক মহীয়সী নারী, যার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো।

কেবল তার অসামান্য ব্যবসায়িক সফলতাই তাকে ব্যতিক্রমী করে তোলেনি, বরং একজন নারী হয়েও তার দৃঢ় অবস্থান, অসাধারণ নেতৃত্বগুণ, ও মক্কার অভিজাত সমাজে তার প্রথম সারির মর্যাদা তাকে বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

তবে, তার প্রতি মানুষের মুগ্ধতা ও ভালোবাসার প্রকৃত কারণ কেবল তার বংশমর্যাদা, সম্পদ বা সাফল্য ছিল না তার প্রকৃত মহত্ত্ব ছিল তার অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলীতে, যে গুণ তাকে সত্যিকার অর্থে অনন্য করে তুলেছিল।

তার ভাষা ছিল মুক্তার মতো নির্মল, তার আচরণ ছিল সুবাসিত চন্দনের মতো শীতল, তার সম্মানবোধ ছিল আকাশের ন্যায় উদার নিজের প্রতি যেমন, তেমনি অন্যের প্রতিও। তার পবিত্রতা ছিল এক অনন্য দ্যুতি, যা সমগ্র কুরাইশ জাতিকে বাধ্য করেছিল তাকে এক মহিমান্বিত উপাধিতে ভূষিত করতে, আত-তাহিরাহ (পবিত্রা)।

মক্কার নারীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সৎ, চরিত্রবান, মহৎ হৃদয়ের অধিকারিণী, কিন্তু খাদিজা (رضي الله عنها) ছিলেন তাদের সবার ঊর্ধ্বে, এক বিরল নক্ষত্র, যিনি নিজ মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, আবার যার সান্নিধ্যে নৈতিকতাও নতুন আভায় আলোকিত হয়েছিল।

[২] হাকিম ইবনু হিজাম (رضي الله عنه) ছিলেন খাদিজা (رضي الله عنها) এর ভাই হিজাম ইবুন খুওয়াইলিদ এর ছেলে। তাই এর থেকে বুঝা যায় যে খাদিজা (رضي الله عنها) হাকিম ইবনু হিজাম (رضي الله عنه) এর ফুফু ছিলেন।

তার হাত ধরে বাণিজ্য আকর্ষিত হতো দুনিয়ার ঐশ্বর্য, অথচ কেউ কখনো তাকে সুদের পথে হাঁটতে দেখেনি।

তার ধন-সম্পদের ভারে মহামূল্যবান মণি-মুক্তোর বাহার ছিল, অথচ কেউ কখনো তাকে মদের পাত্রের দিকে হাত বাড়াতে দেখেনি।

তার পরিবারের প্রতাপ ও ঐতিহ্য মক্কার আকাশকে ছুঁয়েছিল, অথচ কেউ কখনো তাকে কোনো মূর্তির সামনে শ্রদ্ধায় নত হতে দেখেনি।

তিনি ছিলেন খাদিজা (رضي الله عنها) প্রকৃতির নির্মল সুধা, প্রজ্ঞার দীপ্ত চাঁদ, মহিমার এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তার চোখে ছিল প্রশান্ত সমুদ্রের গভীরতা, তার হৃদয়ে ছিল অবারিত ভালোবাসার আকাশ, তার ব্যক্তিত্বে ছিল রাজকীয় মহিমার প্রতিচ্ছবি।

পুরো মক্কাবাসীর চোখে তিনি ছিলেন এক সম্মানের প্রতীক, এক মহিমাময় পরিচয়ের অধিকারিণী এক অনন্য রাজকন্যা!

কুরাইশ যেন তাঁর প্রজ্ঞার মুকুটে রাজকীয় দীপ্তির মণিমালা পরিয়ে দিল... দিনের পর দিন, নিজের চরিত্রের মহত্ত্ব ও প্রজ্ঞায় খাদিজা (رضي الله عنها) সে মুকুটকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে লাগলেন।

একজন মহীয়সী নারীর সহজাত মেধা যখন বাণিজ্যের জগতের সাথে মিলিত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের প্রকৃত স্বভাব ও অন্তরের গভীরতা তিনি অনায়াসে বুঝতে পারতেন।

এই সুগভীর প্রজ্ঞাই তাঁকে শিখিয়েছে কাদের হাতে তাঁর বাণিজ্যিক কাফেলার দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।

তিনি কারও উপর ভরসা করার আগে খোঁজ-খবর নিতেন ব্যক্তির সততা, ব্যবসায়িক দক্ষতা, মানুষের সঙ্গে তাঁর আচরণ, নেতৃত্বের যোগ্যতা এবং বিচক্ষণতা কতটুকু, এইসব বিচার করেই তিনি নির্বাচন করতেন তাঁর কাফেলার পরিচালকের আসন।

আর তাই, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তে ছিলো দূরদর্শিতা, প্রতিটি কাজে ছিলো শুদ্ধতা, আর প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিলো সম্মান ও মর্যাদার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

***

"কে এই তরুণ?"

নিজের মনে প্রশ্ন করলেন খাদিজা (رضي الله عنها)। নরম আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে বসে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন তিনি।

"অদ্ভুত এক যুবক! নিঃসন্দেহে দক্ষ ব্যবসায়ী, কিন্তু বাকিদের মতো সাধারণ নন... যেন তিনি ভিন্ন এক আলোয় উদ্ভাসিত! তাঁর প্রতিটি কথায় শিষ্টাচারের সৌরভ, প্রতিটি আচরণে সম্মান ও সত্যের ঔজ্জ্বল্য। এমন চরিত্র, এমন উচ্চতর নৈতিকতা কুরাইশের কোনো ব্যবসায়ীর মাঝে আগে কখনও দেখিনি!"

চিন্তার সাগরে ভাসতে ভাসতে, হঠাৎ যেন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি। মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে ডাকলেন বিশ্বস্ত খাদেম মাইসারাকে।

গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন,

"যাও, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ এর কাছে পৌঁছে দাও এই বার্তা, খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ আপনাকে তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্ব দিতে চান।"

মাইসারা কাল বিলম্ব না করে রওনা দিলেন। যে তরুণকে কুরাইশবাসী মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখত, আজ সেই একই বিস্ময়ভরা শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন খাদিজা (رضي الله عنها)ও।

খবর পেয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) বিনয়ের সঙ্গে আহ্বান গ্রহণ করলেন।

তাঁর চাচা আবু তালিবও এতে সম্মতি দিলেন, কারণ এতে কিছুটা হলেও তাঁদের পরিবারের অর্থনৈতিক বোঝা হালকা হবে।

হুবহু সেই একই গতিতে, মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সঙ্গ ধরে! এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে একা ফেলে গেল না... মাইসারা হতভম্ব হয়ে থেমে গেলেন তবে চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর দিকে...

"এ কি অলীক কল্পনা, নাকি এক অলৌকিক সত্যের পূর্বাভাস?"

সফরের প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মুহূর্তে, মাইসারা মুহাম্মাদ (ﷺ) কে আরও নিবিড়ভাবে লক্ষ করতে থাকলেন! কে এই যুবক? এই রহস্যময় ছায়ার কারণই বা কী?

এক অদ্ভুত শিহরণে তার হৃদয় কাঁপছিল কিন্তু উত্তর তখনো অধরা।

***

সফরের ক্লান্তি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে এতটাই গ্রাস করল যে তিনি এক গাছের নিচে গিয়ে বসলেন, কিছুক্ষণ বিশ্রামের আশায়। ঠিক সেই মুহূর্তে, মাইসারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল! তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল যেন সে এক অভাবনুয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে! গাছের ডালপালা নড়ছে!

না, বাতাসের ঝাপটায় নয় বরং যেন সচেতনভাবেই এগিয়ে আসছে, নত হয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে ছায়া দান করতে!

এ কেমন ঘটনা? এ কি কেবল এক সাধারণ সফর, নাকি এখানে অন্য কোনো মহাসত্য প্রকাশ পেতে চলছে?

ঠিক তখনই, পিছন থেকে এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন মাইসারা।

"হে মাইসারা! কে এই যুবক?"

তিনি হকচকিয়ে পিছনে ফিরে তাকালেন। এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ, চোখে অনন্ত ভাবনা, কণ্ঠে এক রহস্যময় প্রশান্তি। মাইসারা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,

যখন কাফেলা তার গন্তব্যে পৌঁছালো এবং বাজারে পণ্য নামানো হলো, তখন মাইসারা নবীজি (ﷺ) কে সাহায্য করছিলেন। কিন্তু তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও তাকে ছাড়ছিল না। এই বিস্ময়কর যুবক সম্পর্কে তিনি আরও জানতে চাচ্ছিলেন, যেন তার প্রতিটি আচরণ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নবীজি (ﷺ) যখন বেচাকেনায় ব্যস্ত, তখন এক ইহুদি ক্রেতা এগিয়ে এলো এবং একটি পণ্য কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করল। দাম নিয়ে দুজনের মধ্যে কথোপকথন চলতে থাকল। মাইসারা নিবিষ্ট মনে এই আলাপচারিতা লক্ষ্য করছিলেন। ইহুদি এক দাম বলল, আর নবীজি (ﷺ) অন্য দাম নির্ধারণ করলেন। তর্ক-বিতর্ক বাড়তে থাকল, অবশেষে বিরক্ত হয়ে ইহুদি রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল,

“আপনি কি লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে বলতে পারেন যে, এটাই চূড়ান্ত মূল্য?”

এ কথা শুনে নবীজি (ﷺ) এর মুখে বিরক্তির ছায়া ফুটে উঠল, তার চোখে কঠিন এক দৃঢ়তার ঝলক দেখা গেল। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন,

“আমি লাত ও উজ্জার সামনে মাথা নত করি না, তাহলে কীভাবে তাদের নামে শপথ করবো?”

ইহুদি হতবাক হয়ে গেল, যেন তার সামনে এমন দৃঢ়তা আর সততার দৃষ্টান্ত আগে কখনো আসেনি! ইহুদী কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে মাথা নিচু করল এবং শান্ত কণ্ঠে বলল,

“ঠিক আছে, আমি আপনার চাওয়া দামেই কিনব।”

মাইসারা বিস্ময়ের সঙ্গে এই দৃশ্য দেখছিলেন। এ যেন আরও একটি নিদর্শন, যা প্রমাণ করে দিচ্ছিল এই যুবক সাধারণ কেউ নন!

মাইসারার মনে ধীরে ধীরে এক বিস্ময়কর চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, যেন এক অদৃশ্য শক্তি প্রতিটি দৃশ্যকে সুসংগতভাবে গেঁথে দিচ্ছিল। শুধু ইহুদির আচরণই তাকে হতবাক করেনি, বরং নবীজি (ﷺ) এর লাত ও উজ্জার প্রতি কঠোর প্রত্যাখ্যান

তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এমন স্পষ্টতর অস্বীকৃতি, এমন দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এর আগে কোনো ব্যবসায়ীর মাঝে দেখেননি।

এ যুবক নিছকই একজন দক্ষ ব্যবসায়ী নন, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক ভিন্ন জগতের আলো!

***

"তিনি নবী, হে আমার মনিব! তিনি নবী!"

অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন মাইসারা, যখন তিনি সায়্যিদা খাদিজা (رضي الله عنها) এর কাছে ফিরে এলেন। এক অবর্ণনীয় সফরের প্রতিটি ঘটনা তুলে ধরতে লাগলেন, এক সফর, যা তার জীবনের সকল সফরকে ছাপিয়ে গিয়েছে! শুধু ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক থেকেই নয়, বরং এমন এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, যা হৃদয়কে কাঁপিয়ে দেয়!

খাদিজা (رضي الله عنها) দ্রুত তার দিকে এগিয়ে এলেন, কৌতূহলে দীপ্ত স্বরে বললেন,

"নবী? তুমি কী বলছো? কী ঘটেছে?"

মাইসারা বলতে লাগলেন,

তিনি বললেন সেই রহস্যময় মেঘের কথা, যে ছায়া হয়ে নবীজি (ﷺ) এর সঙ্গী হয়েছিল। বললেন সেই গাছের কথা, যার শাখাগুলো নিজ থেকেই ঝুঁকে এসেছিল নবীজি (ﷺ) কে ছায়া দিতে। বললেন সেই ইহুদি পণ্ডিতের কথা, যার কণ্ঠ কেঁপে উঠেছিল, যার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েছিল, যখন তিনি বলেছিলেন,

"এই গাছের নিচে কেবল একজন নবীই বসতে পারেন!"

খাদিজা (رضي الله عنها) এর হৃদয় তখন অতীতের সোনালি স্মৃতিগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

“তিনি দক্ষ, ধৈর্যশীল, দয়ালু, মহৎ ও সম্মানিত তাঁর চরিত্রে এমন এক আভা রয়েছে, যা সাধারণ কোনো মানুষের হতে পারে না।”

বলতে বলতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দূর আকাশের দিকে তাকালেন এক অজানা অনুভূতিতে। যেন নিজের সত্তার গভীর থেকে উঠে আসা একটি সত্যকে প্রকাশ করলেন,

“আমার মনে হয় তিনিই শেষ নবী।”

নাফিসার ঠোঁটে এক রহস্যময় হাসি ফুটল। তিনি ধীর পায়ে খাদিজা (ﷺ) এর কাছে এগিয়ে এসে বললেন,

“আর তিনি শুধু মহৎ নন, তিনি প্রিয়জন হওয়ারও যোগ্য।”

খাদিজা (ﷺ) যেন অজান্তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কিন্তু নাফিসা তাঁর চেহারায় লজ্জার সেই ভাষা বুঝতে পেরে বললেন,

খাদিজা, তুমি কি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত?

খাদিজা (ﷺ) এর চোখে এক মুহূর্তের জন্য এক অদ্ভুত দীপ্তি খেলে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

কিন্তু নারীরা তো নারীর ভাষা বোঝে! নাফিসা হাসলেন, তাঁর হাত আলতো করে স্পর্শ করলেন।

তবে আমাকে অনুমতি দাও, আমি বিষয়টা সামনে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

খাদিজা (ﷺ) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

হ্যাঁ, নাফিসা হ্যাঁ!

নিয়ে আসতে, যার মাধ্যমে মক্কার সবচেয়ে প্রতিভাবান যুবক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে খাদিজা (رضي الله عنها) এর শুভ পরিণয় ঘটবে!

নাফিসার মনে হয়েছিল, এটি নিছকই এক শুভ বিবাহবন্ধন। কিন্তু তিনি জানতেন না, এটি কেবল এক সাধারণ দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, বরং এটি হতে চলেছে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম বন্ধন!

তিনি জানতেন না, এই বিবাহ শুধু দুই হৃদয়ের মিলন নয়, বরং এমন এক যুগের সূচনা, যা নাড়িয়ে দিবে মক্কাকে বরং সমগ্র পৃথিবীকে!

***

মুহাম্মাদ (ﷺ) ও খাদিজা (رضي الله عنها)

ভালোবাসার কাহিনি, যা যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করে রেখেছে। এক শান্ত, স্নেহময় নীড়, যেখানে ভালোবাসা ছায়া দেয়, স্নেহ আর মমতা আশ্রয় হয়ে থাকে, আর পারস্পরিক বুঝা-পড়া ও হৃদয়ের সংলাপে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

পাঁচ বছর কেটে গেল...পাঁচ বছর ধরে মুহাম্মাদ (ﷺ) খাদিজা (رضي الله عنها) এর ব্যবসার দায়িত্ব নিয়েছেন, আর তাতে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন। পাঁচ বছর ধরে খাদিজা (رضي الله عنها) এর হৃদয়ে গর্ব জমেছে কারণ তাঁর জীবনসঙ্গী শুধু একজন সফল ব্যবসায়ী নন, বরং মক্কার শ্রেষ্ঠতম মানুষদের একজন হয়ে উঠেছেন। এবং সেই পাঁচ বছরেই, তাঁদের ভালোবাসার মুকুট পরিয়ে দিল এক নবজাতিকা যায়নাব (رضي الله عنها)!

প্রথম কন্যা প্রথমবারের মতো মাতৃত্বের পরিপূর্ণ সুখ পেলেন খাদিজা (رضي الله عنها)। আগের দাম্পত্য জীবনে কখনো মাতৃত্বের স্বাদ পাননি তিনি[৩], কিন্তু এবার এই কন্যা যেন তাঁর হৃদয়ের এক অপূর্ব আনন্দধারা।

[৩] নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বিবাহের পূর্বে খাদিজা رضي الله عنها এর দুইবার বিবাহ হয়েছিল। প্রথম স্বামী ছিলেন আবু হালা ইবনু জারারাহ আত-তামিমি। এবং তাদের ঘরে দুইজন সন্তান জন্ম গ্রহণ

আর মুহাম্মাদ (ﷺ)? তিনি যেন পুরো দুনিয়ার সুখ খুঁজে পেয়েছেন তাঁর ছোট্ট কন্যার হাসিতে।

প্রথানুযায়ী, কন্যাকে দু'বছরের জন্য প্রেরণ করা হলো মরুভূমির উন্মুক্ত বাতাসে, আদিবাসী মহিলার দুগ্ধপান করানোর জন্য।

তারপর ফিরিয়ে আনা হলো মায়ের স্নেহের আঁচলে, পবিত্র শিষ্টাচার আর উত্তম চরিত্রের পাঠ নিতে।

কিন্তু যায়নাব (رضي الله عنها)-ই ছিলেন না তাঁদের শেষ উপহার এরপর এলেন উম্মু কুলসুম (رضي الله عنها) বছর দুই পর। এরপর রুকাইয়া (رضي الله عنها) আরও এক বছর পর। আর তাঁদের বিবাহের দশম বছরে যখন ভালোবাসার ঘরটি পূর্ণতা পেতে চলেছে তখনই এলেন সর্বশেষ উপহার ফাতিমা (رضي الله عنها)!

এখন সেই গৃহ যেন চারটি অপূর্ব পুষ্পে সুশোভিত এক বাগান! প্রতিদিন সকালে খাদিজা (رضي الله عنها) এর চোখ খুললেই দেখতেন চারটি ফুটন্ত কলি, যাদের তিনি দিতেন স্নেহ, শিক্ষা, প্রজ্ঞা জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

'আবুল আস ইবনুর রবী'!

হালা বিনতু খুয়াইলিদ খাদিজা (رضي الله عنها) এর বোন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নামটি উচ্চারণ করলেন। তিনি প্রায়ই খাদিজা (رضي الله عنها) এর কাছে আসতেন, আর তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্র আবুল আস ইবনুর রবী'-ও যাতায়াত করতেন।

খাদিজা (رضي الله عنها) গভীর দৃষ্টিতে বোনের চোখে চোখ রেখে বললেন, "আবুল আস, তোমার সন্তান তার কী হয়েছে?"

করেন। তাদের নাম ছিল হালা এবং হিন্দ। আর তার দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন আতিক বিন আবিদ আল-মাখযুমি। তাদের ঘরে হিন্দা নামে একজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

হালা মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন,

“সে এখন বিবাহযোগ্য হয়েছে।”

খাদিজা (ﷺ) এর চোখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল।

“তা, কনে খুঁজে পেয়েছ?”

হালা হাসতে হাসতে বললেন,

“হ্যাঁ, পেয়েছি! এই ঘরেই এক রত্ন আছে, রূপে-গুণে অনন্য, শিষ্টাচারে অতুলনীয়। তার পিতা-মাতাও মহানুভব ও সম্মানিত।”

তারপর একটু থেমে বললেন,

“তার নাম যায়নাব, তুমি কি তাকে চেনো?”

খাদিজা (ﷺ) হেসে উঠলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। এবং বলেলন

“হালা! এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তুমি এখনও তোমার রসিকতা ছাড়তে পারলে না!”

হালা এবার মুখে গাম্ভীর্য এনে বললেন,

“তাহলে এবার আমি সিরিয়াস হচ্ছি, যদি আমার রসিকতা তোমার সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।”

তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

“তুমি তো আবুল আসকে ভালো করেই চেনো, বোন! আমি আমার পুত্রের জন্য যায়নাবের চেয়ে উত্তম জীবনসঙ্গী আর খুঁজে পাইনি!”

তারপর গভীরভাবে বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন,

“তোমার কী মত?”